কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং: ১২.০২.০০০০.০১২.০৬.০০৪.১৯-৮৯ তারিখ: ৩০ -০৪-২০২৫খ্রিঃ

বিষয়ঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের উপর অনুষ্ঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপিভূক্ত নিম্নোক্ত ০৪ (চার)টি প্রকল্পের উপর গত ১৮/০৩/২০২৫ খ্রি. তারিখ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্সংগে প্রেরণ করা হলো।

ক) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
খ) কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
গ) আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
ঘ) শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্প

২। কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন পরবর্তী প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভার কার্যপত্রে অন্তর্ভূক্তির জন্য এবং অনুমোদিত ডিপিপির নির্দেশনা মোতাবেক প্রতি ০৩ (তিন) মাস পরপর সভা আহবানের কমপক্ষে ০৭ (সাত) দিন পূর্বে সভার নোটিশসহ কার্যপত্র সম্মানীত সদস্যদের বরাবর প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

৩০/০৪/২০২৫

মোহাম্মদ এমদাদুল হক
উপ-পরিচালক (পিপি)
ফোনঃ ৫৫০২৮৪৫০
e-mail: repon303@yahoo.com

কার্যার্থে অনুলিপিঃ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)।

১। প্রকল্প পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২। প্রকল্প পরিচালক, কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প, ঢাকা।
৩। প্রকল্প পরিচালক, আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৪। প্রকল্প পরিচালক, শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্প।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃআঃ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), কৃষি মন্ত্রণালয়)।
২। পরিচালক (সকল), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩। উপপরিচালক (পিপি), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৪। ফোকাল পয়েন্ট, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কমিটি, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৫। সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৬। সিস্টেম এ্যাডমিন (আইসিটি সেল), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি,ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৭। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট,ঢাকা-১২১৫।

বিষয়ঃ "কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) ১০ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব নাসির-উদ-দৌলা
	:	মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, **Online** (Zoom platform)।
তারিখ	:	১৮/০৩/২০২৫খ্রি.
সময়	:	দুপুর ০২:১৫ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের নামের তালিকাঃ পরিশিষ্ট-"ক"

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত এবং **Online** (Zoom platform) সংযুক্ত কর্মকর্তাবৃন্দকে স্বাগত জানান। অতঃপর তিনি কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মফিদুল ইসলামকে সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করার অনুরোধ করেন।

প্রকল্প পরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, প্রকল্পটি মূলত: অবকাঠামো নির্মাণধর্মী। প্রকল্পের আওতায় ১৯টি জেলায় মোট ১৯টি অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। ময়মনসিংহ বিভাগীয় শহরে কৃষি তথ্য সার্ভিসের ৬ (ছয়) তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে ৪র্থ ও ৫ম তলা এবং বরিশাল বিভাগীয় শহরে ০৫(পাঁচ) তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ০৪(চার) তলা ভবন নির্মাণ করা হবে। আরডিপিপি অনুযায়ী ১৭(সতের)টি জেলায় জমি অধিগ্রহণের সংস্থান আছে। ইতোমধ্যে ১২টি জেলায় ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ০৫টি জেলার মধ্যে পঞ্চগড় জেলার জমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত ব্যয় প্রাক্কলন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া দিনাজপুর, কক্সবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার ভূমি অধিগ্রহণের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তাব জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। কক্সবাজার জেলায় ২৫ শতাংশ জমির অধিগ্রহণে জটিলতার কারণে নতুন জমি অনুসন্ধান করা হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট জেলার কর্মকর্তা অবহিত করেন। বরিশাল জেলার প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে। এ প্রেক্ষিতে পরিবেশ অধিদপ্তর, নগর উন্নয়ন ও ইউনিয়ন পরিষদের অনাপত্তির জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শেরপুর জেলার জেলা প্রশাসক হতে প্রাথমিক প্রস্তাব পাওয়ার প্রেক্ষিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং স্থানীয় সরকাররের অনাপত্তি পাওয়া গেছে। এ ছাড়াও বগুড়া জেলায় একটি জমির অনুসন্ধান পাওয়া গেছে বলে সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, বগুড়া অবহিত করেন। জমি অধিগ্রহণ খাতে যে অর্থ রয়েছে তা দিয়ে সকল জমি অধিগ্রহণ করা সম্ভব নয়। প্রকল্পের মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধি করে আন্ত: খাত সমন্বয় করে নির্মাণ খাতের উদ্বৃত্ত অর্থ জমি অধিগ্রহণ খাতে উপযোজন করে নেওয়া যেতে পারে। প্রকল্পের মাধ্যমে অধিগ্রহণকৃত জমি এবং ডিএই ও বিএডিসি হতে প্রাপ্ত জমিসহ মোট ১৫টি জেলায় নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

০৫ (পাঁচ) টি জেলায় নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে এবং অন্য ০৫ (পাঁচ) টি জেলায় নির্মাণ কাজ ৭০-৭৫% শেষ হয়েছে। তাছাড়া ০৪ (চার) টি জেলায় নির্মাণ কাজও ৩২-৩৫% সম্পন্ন হয়েছে। নির্মাণ কাজ বর্তমান প্রকল্প মেয়াদ অর্থাৎ ৩০ জুন, ২০২৫ এর মধ্যে শেষ করা সম্ভব নয় বিধায় প্রকল্পের মেয়াদ আরও এক বছর বৃদ্ধি করে ডিপিপি সংশোধন করার জন্য প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে প্রকল্পের ০১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জ জেলার যে জমির অধিগ্রহণ করা হয়েছে তাঁর পূর্বের মালিকের সাথে রাস্তা নিয়ে যে বিরোধ রয়েছে তা নিরসনে জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ সরেজমিনে পরিদর্শন করে জমির মালিকদের চাহিত ১৮ ফুট রাস্তার পরিবর্তে ১০ ফুট রাস্তা রেখে বাউন্ডারি ওয়াল করার বিষয়ে মৌখিক নির্দেশনা প্রদান করে বিষয়টি মিমাংসা করেন। টাঙ্গাইল জেলার নির্মাণাধীন অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টারের জমির মালিকানা ঠিক না হওয়ায় জমির ক্ষতিপূরণ/মূল্য পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি।

সভার সভাপতি সভায় উপস্থিত ও জুমে সংযুক্ত সকল সদস্যগণের মতামত জানতে চাইলে সিরাজগঞ্জের নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর জানান যে, বাউন্ডারি ওয়ালের সীমানা নির্ধারণ করা না গেলে ভবনের নিচ তলার রুমের/ফ্লোরের কাজ করা যাচ্ছে না। তাছাড়া সমনে বর্ষা কাল চলে আসলে বাউন্ডারি ওয়াল এবং নিচ তলার কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। তাই যত দ্রুত সম্ভব জমির পূর্বের মালিকগণের সাথে রাস্তা নিয়ে যে বিরোধ রয়েছে তা মিমাংসা করে আমাদের অবহিত করা হলে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা যাবে। এ প্রসঙ্গে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিকল্পনা শাখার পরিচালক জানান যে, যেহেতু সিরাজগঞ্জ জেলার জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং জমির নামজারী করা হয়েছে। সেহেতু কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নামে অধিগ্রহণকৃত জায়গা ছাড় না দেয়ার পক্ষে মতামত দেন। তবে তিনি বলেন যে, জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ এর মিমাংসা অনুযায়ী ফ্লোর লেভেল পর্যন্ত ওয়াল নির্মাণ করে মাটি ভরাটপূর্বক ভবনের কাজ চলমান রাখার জন্য মতামত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে সভাপতিসহ সকল সদস্যগণ একমত পোষণ করেন। সভার সভাপতি অনলাইনে সংযুক্ত গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পেকু সার্কেল জনাব কাজী মোঃ ফিরোজ আহমেদ এর কাছে জানতে চান যে, নির্মাণাধীন অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টারসমূহের কাজ কত দিনের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এ প্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর জানান যে, আগামী ৩০ জুন, ২০২৫ এর মধ্যে ১ম ধাপে নির্মাণাধীন ০৫টিসহ ৮-১০টি অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ রয়েছে ৪৫০০.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে রাজস্ব খাতে ১৬০.০০ লক্ষ টাকা ও মূলধন খাতে ৪৩৪০.০০ লক্ষ টাকা। আরএডিপি বরাদ্দ মোতাবেক প্রকল্পের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা সংশোধন করে সংস্থা প্রধান মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ করে ১০০ ভাগ ব্যয় নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে প্রকল্প পরিচালক আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আলোচ্য সূচী-১: ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন সংশোধন না থাকায় কার্যবিবরনীটি নিশ্চিত করা হয়।

১২.

৩০ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্র.	সভার সিদ্ধান্ত	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	No Cost এ আন্তঃসমন্বয় করে প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধির জন্য ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	No Cost এ আন্তঃসমন্বয় করে প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধির জন্য জন্য। ডিপিপি সংশোধনের কাজ শুরু করা হয়েছে।
০২	গাজীপুর জেলায় ভূমির ক্ষতিপূরণ/মূল্য পরিশোধের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রস্তাবের বিষয়ে যোগাযোগপূর্বক দ্রুত পূর্বানুমোদন প্রাপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে।	গাজীপুর জেলার ভূমির ক্ষতিপূরণ/মুল্য পরিশোধের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগপূর্বক পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
০৩	প্রকল্পের আওতায় যে ১৫ (পনের) টি জেলায় ভবন নির্মাণ কাজ চলমান সেগুলি নির্মাণ কাজের গুনগতমান ও প্রকল্প মেয়াদে সম্পন্নের লক্ষ্যে তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে।	প্রকল্পের আওতায় ১৫ (পনের)টি জেলা যথা-পাবনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, শরীয়তপুর, চাঁদপুর, ভোলা, টাঙ্গাইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, সিরাজগঞ্জ, ঝিনাইদহ, সুনামগঞ্জ ও ময়মনসিংহ এ ভবন নির্মাণ কাজের গুনগতমান নিশ্চিত করে প্রকল্প মেয়াদে সম্পন্নের লক্ষ্যে তদারকি বৃদ্ধি করা হচ্ছে।
০৪	দরপত্রের কার্যক্রমে প্রকল্প পরিচালকগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। দরপত্র কার্যক্রম বিধি মোতাবেক স্বচ্ছতার সাথে এবং সকল প্রকার স্বজনপ্রীতির উর্দ্ধে উঠে সম্পাদন করতে হবে। এ কাজে কোনরকম ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্টরা দায়ী হবেন।	দরপত্রের কার্যক্রমে প্রকল্প পরিচালকগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ দরপত্র কার্যক্রম। বিধি মোতাবেক স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদন করা হবে।
০৫	প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে এবং মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।	প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিংসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করা হবে।

আলোচ্য সূচী- ২ ও ৩: প্রকল্প পরিচালক চলতি ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা সভায় উপস্থাপন করেন।

প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, সংশোধিত আরডিপিপি মোতাবেক চলতি অর্থবছরে আসবাবপত্র, ব্যবহার্য সামগ্রী ও প্রসেসিং যন্ত্রপাতি ক্রয় করার নিমিত্ত কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা ক্রয় পদ্ধতি হেড অফ প্রকিউরিং এনটিটি (HOPE) অনুমোদন করেছেন। তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় ফিল্ড পর্যায়ে ১৮ ব্যাচ কৃষক, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্প পরিচালকের বর্ণনার প্রেক্ষিতে সভায় সভাপতি বলেন যে, সকল প্রকল্পের দরপত্র আহবানের পূর্বে আইটেম ভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলন প্রণয়নপূর্বক দ্রুত টেন্ডার আহবান করতে হবে। ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক জেলা প্রশাসকদের দৃষ্টি আর্কষণ করেন এবং পরিশেষে বলেন যে, প্রত্যেকটি নির্মাণ কাজের গুণগতমান বজায় রাখার বিষয়ে তদারকি জোরদারকরণের নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-৪ বিবিধ: প্রকেল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ যথাসময়ে সম্পন্ন করা চ্যালেঞ্জ:

প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে গণপূর্ত বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বার বার তাগিদা দেওয়ার পরও যথাসময়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া প্রশাসনিক জটিলতার কারণে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া, ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের

নির্মাণ কাজে ধীরগতি পরিলক্ষিত হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের চলমান সকল প্রকল্পের ডিপিপি'তে সন্নিবেশিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকিউরমেন্টের কাজ বিধিমোতাবেক যথাযথ ও সময়মতো সম্পন্ন এবং যে সকল প্রকল্পে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে সে সকল প্রকল্প কর্তৃপক্ষ যথাসম্ভব দেশীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় নিশ্চিত করবেন। আমদানীকৃত কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে হলে মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন নিতে হবে। চলমান অর্থবছরে সমাপ্তের জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ যথাযথ ও গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় কোন অবস্থাতেই বৃদ্ধি করা যাবে না। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রমের ভিডিও অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া প্রকল্প পরিদর্শনের সময় প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩.০ সিদ্ধান্তঃ

উপস্থিত এবং সংযুক্ত সকল সদস্যের বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্মোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

৩.১: পঞ্চগড় জেলায় ভূমির ক্ষতিপূরণ/মূল্য পরিশোধের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রস্তাবের বিষয়ে যোগাযোগপূর্বক দ্রুত পূর্বানুমোদন প্রাপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.২: প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ জেলার জমি অধিগ্রহণের পর রাস্তা নিয়ে যে বিরোধ রয়েছে, উক্ত বিষয়ে সভার আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বাউন্ডারি ওয়ালসহ দ্রুত ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ করবে।

৩.৩: প্রকল্পের আওতায় টাঙ্গাইল জেলায় নির্মাণাধীন অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার এর জমির মালিকানা ঠিক করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.৪: ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের আরএডিপি'র বরাদ্দ অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে;

৩.৫: যে সকল প্রকল্পে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে সে সকল প্রকল্প কর্তৃপক্ষ যথাসম্ভব দেশীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় নিশ্চিত করবেন। আমদানীকৃত কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে হলে মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন নিতে হবে।

৩.৬: প্রকল্পের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রমের ভিডিও অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্প পরিদর্শনের সময় প্রকল্পের বাস্তবায়নে সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৩,৭: প্রকল্প মনিটরিং/পরিদর্শনের ক্ষেত্রে পরিদর্শন ক্যালেন্ডার পূর্ব থেকেই প্রেরণ করতে হবে। প্রকল্পের মনিটরিং কর্মকর্তাগণ সঠিকভাবে প্রকল্প পরিদর্শন করবেন এবং সংস্থা প্রধান (সকল) বিষয়টি তদারকি করবেন। এছাড়া ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের আরএডিপি'র বরাদ্দ মোতাবেক শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

সভায় আর কোনো আলোচ্যসূচী না থাকায়, সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৫/৪/২৫

নাসির-উদ-দৌলা
মহাপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

নির্মাণ কাজে ধীরগতি পরিলক্ষিত হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের চলমান সকল প্রকল্পের ডিপিপি'তে সন্নিবেশিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকিউরমেন্টের কাজ বিধিমোতাবেক যথাযথ ও সময়মতো সম্পন্ন এবং যে সকল প্রকল্পে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে সে সকল প্রকল্প কর্তৃপক্ষ যথাসম্ভব দেশীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় নিশ্চিত করবেন। আমদানীকৃত কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে হলে মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন নিতে হবে। চলমান অর্থবছরে সমাপ্তের জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ যথাযথ ও গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় কোন অবস্থাতেই বৃদ্ধি করা যাবে না। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রমের ভিডিও অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া প্রকল্প পরিদর্শনের সময় প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩.০ সিদ্ধান্তঃ

উপস্থিত এবং সংযুক্ত সকল সদস্যের বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্মোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

৩.১: পঞ্চগড় জেলায় ভূমির ক্ষতিপূরণ/মূল্য পরিশোধের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রস্তাবের বিষয়ে যোগাযোগপূর্বক দ্রুত পূর্বানুমোদন প্রাপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.২: প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ জেলার জমি অধিগ্রহণের পর রাস্তা নিয়ে যে বিরোধ রয়েছে, উক্ত বিষয়ে সভার আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বাউন্ডারি ওয়ালসহ দ্রুত ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ করবে।

৩.৩: প্রকল্পের আওতায় টাঙ্গাইল জেলায় নির্মাণাধীন অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার এর জমির মালিকানা ঠিক করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.৪: ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের আরএডিপি'র বরাদ্দ অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে;

৩.৫: যে সকল প্রকল্পে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে সে সকল প্রকল্প কর্তৃপক্ষ যথাসম্ভব দেশীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় নিশ্চিত করবেন। আমদানীকৃত কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে হলে মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন নিতে হবে।

৩.৬: প্রকল্পের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রমের ভিডিও অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্প পরিদর্শনের সময় প্রকল্পের বাস্তবায়নে সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৩,৭: প্রকল্প মনিটরিং/পরিদর্শনের ক্ষেত্রে পরিদর্শন ক্যালেন্ডার পূর্ব থেকেই প্রেরণ করতে হবে। প্রকল্পের মনিটরিং কর্মকর্তাগণ সঠিকভাবে প্রকল্প পরিদর্শন করবেন এবং সংস্থা প্রধান (সকল) বিষয়টি তদারকি করবেন। এছাড়া ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের আরএডিপি'র বরাদ্দ মোতাবেক শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

সভায় আর কোনো আলোচ্যসূচী না থাকায়, সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৬/৪/২৫

নাসির উদ-দৌলা
মহাপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি,ফার্মগেট,
ঢাকা-১২১৫।

বিষয়ঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকর্তক বাস্তবায়নাধীন" কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন" শীর্ষক (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) ১০ম সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি: জনাব নাসির-উদ-দৌলা
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

সভার স্থান : সম্মেলন কক্ষ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট,ঢাকা (Zoom Platform)।
তারিখ : ১৮/০৩/২০২৫ খ্রিঃ।
সময় : ৩:০০ ঘটিকায়, রোজঃ মঙ্গলবার।

উপস্থিতিঃ (পরিশিষ্ট-"ক") কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিগণ, পরিকল্পনা কমিশন এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি, আইএমইডি এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি, একনেক অনুবিভাগ এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি, মহাপরিচালক (কৃষি বিপণন অধিদপ্তর), এইচবিআরআই এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা।

১.০ উপস্থাপনাঃ

সভাপতি উপস্থিত ও Zoom Platform সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ''কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন" (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৬ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২১.০৮.২০২৪খ্রিঃ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক মঞ্জুরী আদেশ জারি করা হয়। প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলন ব্যয় ৭৩২০.৫০ লক্ষ টাকা। তিনি প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও প্রধান প্রধান কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপনা করেন।

২.০ আলোচনাঃ

২.১: প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আলোচনাঃ

প্রকল্প পরিচালক জানান প্রকল্পটি বর্তমান পেঁয়াজের বাজার ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানান সংরক্ষণে কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে বছরব্যাপি পেঁয়াজের সরবরাহ নিশ্চিত করে আমদানী নির্ভরতা কমানোই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। দেশের সবচেয়ে বেশি উৎপাদনশীল ০৭ (সাত) টি জেলার (পাবনা, ফরিদপুর, রাজবাড়ি, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ এবং মাগুরা) ১৮ (আঠার) টি উপজেলায় কৃষকের বাড়িতে ৯০০ (নয়শত) টি সংরক্ষণ ঘর নির্মাণের (পাইলট ব্যাসিসে) সংস্থান রয়েছে। পাশাপাশি পাবনা জেলায় ০৩ (তিন) টি এসেম্বল সেন্টার (সুজানগর, সাঁথিয়া, চাটমোহর) নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। প্রতিটি সংরক্ষণাগারের জন্য ৫টি কৃষক পরিবারের ১০ জন সদস্য পেঁয়াজ সংরক্ষণের সুযোগ পাবেন এবং ১০ জনের মধ্যে ৫ জন সদস্য থাকবে নারী। এছাড়াও কৃষক, ব্যবসায়ী এবং কৃষি উ্যদোক্তাদের জন্য সংরক্ষণ ঘর রক্ষণাবেক্ষণ, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা এবং বিপণন বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের সংস্থান রাখা হয়েছে।

২.২: ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পটির ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে এডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ ৪৩১.০০ লক্ষ টাকা এর মধ্যে রাজস্ব ১৮২.০০+মূলধন ২৪৯.০০লক্ষ টাকা)। যার মধ্যে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের অগগ্রতি

জুলাই,২০২৪- মার্চ,২০২৫ পর্যন্ত) ২৭৫.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে (৬৩.৯৭%)। প্রকল্প শুরু থেকে মার্চ,২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ২১৮৭.১৪ লক্ষ টাকা (২৯.৮৭%) সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী।

২.৩: ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা এবং অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

কার্যক্রম)Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক)Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান)Weight of Performance Indicators(	লক্ষ্যমাত্রাক্রাইটেরিয়ামান/					অগ্রগতি				মোট অর্জন জুন/২০২৪ হতে মার্চ,২০২৫ পর্যন্ত	মন্তব্য
				অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	১ম ত্রৈমাসিক	২য় ত্রৈমাসিক	৩য় ত্রৈমাসিক	৪র্থ ত্রৈমাসিক		
				১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%						
কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
১.১ প্রশিক্ষণ ও সভা	১.১.১ পিআইসি সভা	সংখ্যা	০৪টি	০৪	০৪	০৪	০৩	০৩	০১টি	০১টি	০১টি	-	০৩টি	-
	১.১.২ কৃষক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৩০০০ জন	৩০০০	২৯৯০	২৮৮৮	২৭৭৭	২৬৬৬	০ জন	৫৪০জন	২২২০জন	-	২৭৬০জন	
	১.১.৩আহবানকৃত টেন্ডার	সংখ্যা	০৮টি	০৮	০৭	০৬	০৫	০৪	০৮টি	-	-	-	০৮টি	-
২. সংরক্ষণ ঘর	২. সংরক্ষণ ঘর	সংখ্যা	৩০০টি	৩০০	২৯০	২৮০	২৭০	২৬০	.	.	-	-	-	-

২.৪: ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের প্রধান প্রধান খাত সমূহের কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

সভায় অবহিত করা হয় যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ৪৩১.০০ লক্ষ টাকা এর মধ্যে রাজস্ব ব্যয় ১৮২.০০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন ব্যয় ২৪৯.০০ লক্ষ টাকা। জুলাই, ২০২৪ হতে মার্চ,২০২৫ পর্যন্ত ২৭৫.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে (৬৩.৯৭%) ও ভৌত অগ্রগতি ৮০%। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রধান প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ৩০০ (তিনশত) টি সংরক্ষণ ঘর, ৩০০ (তিনশত) টি নরমাল সাইনবোর্ড, ৩০০ (তিনশত) টি ডিজিটাল ওজনমাপক যন্ত্র, ৩০০ (তিনশত) টি ত্রিপল, ৩০০ (তিনশত) টি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও সংযোগ, ৩০০ (তিনশত)টি হাইগ্রোমিটার, ১,৮০০ (এক হাজার আটশত) টি বৈদ্যুতিক পাখা ক্রয়সহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম শেষ হয়েছে।

২. ৫ গত ৩০/১২/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত এবং গৃহিত ব্যবস্থা পদক্ষেপঃ

ক্রঃ নং	পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত	গৃহীত পদক্ষেপ
০১	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ ঘরের নির্মাণ কাজ পিপিআর এর বিধি অনুযায়ী দ্রুত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে এবং পেঁয়াজ মৌসুমে সর্বাধিক সংখ্যক ঘরে পেঁয়াজ সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে;	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ ঘরের নির্মাণ কাজ পিপিআর এর বিধি অনুযায়ী দ্রুত সময়ের মধ্যে শেষ করা হবে এবং পেঁয়াজ মৌসুমে সর্বাধিক সংখ্যক ঘরে পেঁয়াজ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হবে। ইতোমধ্যে ১৩০টি ঘরের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।
০২	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে চলমান প্রকল্পসমূহের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়া যথাসময়ে অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে বিধি বিধানের আলোকে সম্পন্ন করতে হবে;	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে চলমান প্রকল্পসমূহের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়া যথাসময়ে অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে বিধি বিধানের আলোকে সম্পন্ন করা হয়েছে।
০৩	দরপত্রের কার্যক্রমে প্রকল্প পরিচালকগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।দরপত্র কার্যক্রম বিধিমোতাবেক স্বচ্ছতার সাথে এবং সকল প্রকার স্বজনপ্রীতির উর্দ্ধে উঠে সম্পাদন	দরপত্রের কার্যক্রমে প্রকল্প পরিচালকগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। দরপত্র কার্যক্রম বিধিমোতাবেক স্বচ্ছতার সাথে এবং সকল প্রকার স্বজনপ্রীতির উর্দ্ধে

	করতে হবে। এ কাজে কোনোরকম ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্টরা দায়ী হবেন। এবং	উঠে সম্পাদন করা হচ্ছে।
০৪	প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে এবং মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে;	প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করা হবে এবং মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।
০৫	প্রকল্পের আওতায় তৈরীকৃত "সফল উদ্যোক্তাদের গল্প" বই আকারে মুদ্রণ করে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।	প্রকল্পের আওতায় তৈরীকৃত "সফল উদ্যোক্তাদের গল্প" বই আকারে মুদ্রণ করে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

২.৬ : বিবিধঃ

প্রকল্পটির ১ম সংশোধনী অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির প্রধান কাজ প্রকল্প এলাকার অধিক পেঁয়াজ উৎপাদনকারী এলাকার কৃষকদের বসতবাড়িতে ৯০০টি পেঁয়াজ সংরক্ষণের অহিমায়িত মডেল ঘর নির্মাণ করা। সরকারি তহবিলের দ্বারা পণ্যসামগ্রী ক্রয়ে সরকারি ক্রয় আইন ও বিধির যথাযথ প্রয়োগ, অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীতব্য পণ্যসামগ্রী অধিদপ্তরের গঠিত মনিটরিং কমিটি/প্রতিনিধি অনুমোদিত স্পেসিফিকেশনের ভিত্তিতে গুণগতমান অনুযায়ী যাচাই/বাছাই এর সুবিধার্থে কার্যাদেশ অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদন করার জন্য সভাপতি পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করেন। ঘরগুলো কিভাবে তৈরী করা হয়েছে বা ঘরে পণ্য রাখার উপকারিতা নিয়ে একটি ভিডিও ক্লীপ তৈরী করে সর্বত্র প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঘরের কাঠামো বাঁশের পরিবর্তে কাঠ (ইউকেল্লিটাস) দিয়ে করা রেইন প্রটেকশনের পর্দা লাগানো ও ০২টি তাকের মাঝখানে ৩ ফুট এর পরিবর্তে ৩.৫ ফুট ফাঁকা রাখার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের চলমান সকল প্রকল্পের ডিপিপি'তে সন্নিবেশিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকিউরমেন্টের কাজ বিধিমোতাবেক যথাযথ ও সময়মতো সম্পন্ন এবং যে সকল প্রকল্পে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে সে সকল প্রকল্প কর্তৃপক্ষ যথাসম্ভব দেশীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় নিশ্চিত করবেন। আমদানীকৃত কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে হলে মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন নিতে হবে। চলমান অর্থবছরে সমাপ্তের জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ যথাযথ ও গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় কোন অবস্থাতেই বৃদ্ধি করা যাবে না। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রমের ভিডিও অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া প্রকল্প পরিদর্শনের সময় প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩.০ সিদ্ধান্তঃ

উপস্থিত এবং সংযুক্ত সকল সদস্যের বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

৩.১: প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে পেঁয়াজ সংরক্ষণের অহিমায়িত মডেল ঘর নির্মাণ কাজ দ্রুত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে এবং পেঁয়াজ সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া ঘরের কাঠামো বাঁশের পরিবর্তে কাঠ (ইউকেল্লিটাস) দিয়ে করা;রেইন প্রটেকশনের পর্দা লাগানো ও ০২টি তাকের মাঝখানে ৩ ফুট এর পরিবর্তে ৩.৫ ফুট ফাঁকা রাখাতে হবে।

৩.২: ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের আরএডিপি'র বরাদ্দ অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে;

৩.৩: যে সকল প্রকল্পে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে সে সকল প্রকল্প কর্তৃপক্ষ যথাসম্ভব দেশীয় যন্ত্রপাতি

ক্রয় নিশ্চিত করবেন। আমদানীকৃত কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে হলে মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন নিতে হবে।

৩.৪: প্রকল্প/কর্মসূচির প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রমের ভিডিও অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্প পরিদর্শনের সময় প্রকল্পের বাস্তবায়নে সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৩.৫: পণ্য গ্রহণের সময় মালামাল গ্রহণ কমিটি কর্তৃক প্রত্যায়ন পূর্বক বিল পরিশোধ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের মালামাল বিতরণের সময় জেলা কর্মকর্তাদের উপস্থিত নিশ্চিত করতে হবে।

৩,৬: প্রকল্প মনিটরিং/পরিদর্শনের ক্ষেত্রে পরিদর্শন ক্যালেন্ডার পূর্ব থেকেই প্রেরণ করতে হবে। প্রকল্পের মনিটরিং কর্মকর্তাগণ সঠিকভাবে প্রকল্প পরিদর্শন করবেন এবং সংস্থা প্রধান (সকল) বিষয়টি তদারকি করবেন। এছাড়া ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের আরএডিপি'র বরাদ্দ মোতাবেক শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

অত:পর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৬/৪/২৫

নাসির-উদ-দৌলা
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি,ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

বিষয়ঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "আলুর বহমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)" এর আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)'র ১০ম সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : জনাব নাসির-উদ-দৌলা
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

সভার স্থান : সম্মেলন কক্ষ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা ও Zoom Platform।
তারিখ : ১৮-০৩-২০২৫ খ্রিঃ।
সময় : ০২:৪৫ ঘটিকা; রোজঃ মঙ্গলবার।

উপস্থিতিঃ (পরিশিষ্ট-"ক") কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সম্মানীত সদস্য, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিগণ, পরিকল্পনা কমিশন এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি, আইএমইডি এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি, একনেক অনুবিভাগ এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী (এলজিইডি) এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও উপ প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা।

১.০ উপস্থাপনাঃ

সভাপতি সভায় উপস্থিত ও Zoom Platform সংযুক্ত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, "আলুর বহমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্পটি (১ম সংশোধিত)" বিগত ১৫-০৬-২০২২ তারিখে মোট ৪২৭৬.৭৪ লক্ষ (বিয়াল্লিশ কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ চুয়াত্তর হাজার) টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২২ থেকে জুন, ২০২৬ মেয়াদে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য বিগত ২১-০৬-২০২২ তারিখে প্রকল্পটির অনুকূলে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়। এছাড়া প্রকল্পটি গত ২৫-০৬-২০২৪ তারিখে মোট ৪৯১৪.৫২ লক্ষ (উনপঞ্চাশ কোটি চৌদ্দ লক্ষ বায়ান্ন হাজার) টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়ন মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে ১ম সংশোধনী অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বাজেট-বরাদ্দ, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রধান প্রধান খাত সমূহের ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা ও প্রকল্প কর্মকান্ডের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে সভায় উপস্থাপন করেন।

২.০ আলোচনাঃ

২.১: প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পর্কিত আলোচনাঃ

প্রকল্প পরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, প্রকল্পের আওতায় দেশের সবচেয়ে অধিক আলু উৎপাদনকারী ১৬টি জেলার (মুন্সীগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, চাঁদপুর, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, রাজশাহী, নওগাঁ, বগুড়া ও জয়পুরহাট) ৭৬টি উপজেলায় ৭০৩টি আলুর সংরক্ষণের অহিমায়িত মডেল ঘর নির্মাণ; ৭০৩টি কৃষক বিপণন দল গঠন এবং ৫৩৫ ব্যাচে ১৬০৫০ আলু চাষী কৃষক ও কৃষাণীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা

হবে। আলুর বহুমূখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১২০ ব্যাচে মোট ৩০০০ জন শিক্ষিত গৃহিণী, হোটেল ও রেস্টুরেন্টের কুক, বেকার যুবক/তরুনী, ক্ষুদ্র ও মাঝারী মানের খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকারীকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান; ২১৬ জনকে ১১টি আইটেমের আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতির একটি করে প্যাকেজ সরবরাহের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা ও আলু রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানিকারকগণের সাথে আলু চাষী ও প্রক্রিয়াজাতকারীগণের সংযোগ স্থাপন করা ।

২.২: ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত আলোচনাঃ

প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পটির ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে এডিপি পুনঃবরাদ্দ **১৩৭০.৩৮ লক্ষ টাকা [রাজস্ব ৪৩৮.৩৮ ও মূলধন ৯৩২.০০ লক্ষ টাকা]**। যার মধ্যে জুলাই, ২০২৪ হতে ১৫ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৫৪৪.৬৫ লক্ষ টাকা (৩৯.৭৫%) ও ভৌত অগ্রগতি ৭৫%। প্রকল্প শুরু থেকে ১৫ মার্চ, ২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৩১১.০৬ লক্ষ টাকা (৬৭.৩৭%) এবং ভৌত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৮২%। চলতি অর্থ বছরে ২৩১টি মডেল ঘর নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ইতোমধ্যে ২০২টি মডেল ঘরের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট মডেল ঘর নির্মাণ কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ হবে এবং প্রায় সকল ঘরেই আলু সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।

২.৩: ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের প্রধান প্রধান খাতসমূহের কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

সভায় অবহিত করা হয় যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের এডিপি পুনঃবরাদ্দ ১৩৭০.৩৮ লক্ষ টাকা [রাজস্ব ৪৩৮.৩৮ ও মূলধন ৯৩২.০০ লক্ষ টাকা। এডিপি অনুযায়ী প্রধান প্রধান কার্যক্রম হলো-আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর নির্মাণ ২৩১টি, প্রদর্শনী বোর্ড ক্রয় ও স্থাপন ২৩০টি, রংপুর কৃষি বিপণন ভবন মেরামত-৪র্থ তলা পর্যন্ত প্রতি তলা ৩৫০০ বর্গফুট, কৃষক বিপণন দলের প্রশিক্ষণ ১৮৩ ব্যাচ, প্রক্রিয়াজাতকারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ-২২ ব্যাচ, মাঠ দিবস আয়োজন-১১২ ব্যাচ, কুকিং ডেমোনেস্ট্রেশন আয়োজন-১১ ব্যাচ, টিভি ফিলার তৈরী-১টি ও মধ্যবর্তী মূল্যায়ন-০১টি। বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মালামাল সংক্রান্ত ৩টি দরপত্রের মধ্যে ৩টিরই কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে ২টি'র বিল প্রদান করা হয়েছে। কার্য সংক্রান্ত ৩টির মধ্যে ২টির (মডেল ঘর নির্মাণের ২টি প্যাকেজ) কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং লক্ষমাত্রার বিপরীতে ইতোমধ্যে ২০২টি আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট মডেল ঘর নির্মাণ কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। কৃষি বিপণন ভবন মেরামতের ব্যয় প্রাক্কলন অনুমোদনের জন্য প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সেবা সংক্রান্ত ১টি দরপত্র আহবান শেষে মূল্যায়ন পূর্বক অনুমোদনের নিমিত্ত প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে কৃষক বিপণন দলের প্রশিক্ষণ ৯৬ ব্যাচ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ১০ ব্যাচ, মাঠ দিবস ৪০টি, কুকিং ডেমোনেস্ট্রেশন আয়োজন ১০টি সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন আগামী এপ্রিল-২০২৫ মাসে সম্পন্ন হবে।

২.৪: বিগত পিআইসি সভার (৩০-১২-২০২৪ তারিখ অনুষ্ঠিত) সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

ক্র নং	পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে আলু সংরক্ষণের অহিমায়িত মডেল ঘর নির্মাণ কাজ দ্রুত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে এবং আলু সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে;	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ২৩১টি আলু সংরক্ষণের অহিমায়িত মডেল ঘর নির্মাণের লক্ষমাত্রার বিপরীতে ইতোমধ্যে ২০২টি মডেল ঘর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করে প্রায় সকল আলু সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।

২	সিডিউল ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মডেল ঘর নির্মাণ নিশ্চিত করতে হবে। ঘরের মাপ/সাইজ যেন সঠিক থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। মডেল ঘর নির্মাণে মান সম্পন্ন উপকরণ (ইট, সিমেন্ট, রড, বাঁশ, কাঠ ও টিন) ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;	সিডিউল ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মডেল ঘর নির্মাণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। ঘরের মাপ/সাইজ এবং মডেল ঘর নির্মাণে মান সম্পন্ন উপকরণ (ইট, সিমেন্ট, রড, বাঁশ, কাঠ ও টিন) ব্যবহার নিশ্চিত মনিটরিং জোড়দার করা হয়েছে।
৩	দরপত্র কার্যক্রমে প্রকল্প পরিচালকগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। দরপত্র কার্যক্রম বিধিমোতাবেক স্বচ্ছতার সাথে এবং সকল প্রকার স্বজনপ্রীতির ঊর্দ্ধে উঠে সম্পাদন করতে হবে। এ কাজে কোনোরকম ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হবে সংশ্লিষ্টরা দায়ী হবেন।	প্রকল্পের দরপত্র কার্যক্রমে সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দরপত্র কার্যক্রম বিধি মোতাবেক স্বচ্ছতার সাথে এবং সকল প্রকার স্বজনপ্রীতির ঊর্দ্ধে উঠে সম্পাদন করা হয়েছে।
৪	প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে এবং মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।	প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের শেষ করার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান এবং সঠিক ভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।
৫	প্রকল্পের আওতায় তৈরীকৃত "সফল উদ্যোক্তাদের গল্প" বই আকারে মূদ্রণ করে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।	প্রকল্পের আওতায় তৈরীকৃত "সফল উদ্যোক্তাদের গল্প" বই আকারে মূদ্রণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। মূদ্রণ সম্পন্ন হলে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

২.৫: বিবিধঃ

প্রকল্পটির ১ম সংশোধনী অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির প্রধান কাজ প্রকল্প এলাকার অধিক আলু উৎপাদনকারী এলাকার কৃষকদের বসতবাড়িতে ৭০৩টি আলু সংরক্ষণের অহিমায়িত মডেল ঘর নির্মাণ করা। সরকারি তহবিলের দ্বারা পণ্যসামগ্রী ক্রয়ে সরকারি ক্রয় আইন ও বিধির যথাযথ প্রয়োগ, অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীতব্য পণ্যসামগ্রী অধিদপ্তরের গঠিত মনিটরিং কমিটি/প্রতিনিধি অনুমোদিত স্পেসিফিকেশনের ভিত্তিতে গুণগতমান অনুযায়ী যাচাই/বাছাই এর সুবিধার্থে কার্যাদেশ অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদন করার জন্য সভাপতি পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করেন।

আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্পের আলু সংরক্ষণাগার নির্মাণের জন্য সুবিধাভোগী কৃষক নির্বাচণের জন্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি দেয়ার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। ঘরগুলো কিভাবে তৈরী করা হয়েছে বা ঘরে পণ্য রাখার উপকারিতা নিয়ে একটি ভিডিও ক্লীপ তৈরী করে সর্বত্র প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আলু সংরক্ষণাগার ঘরগুলোর মাচা অবশ্যই ইউক্যালিপটাস গাছের কাঠ দিয়ে (ডিপিপি অনুযায়ী) করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের চলমান সকল প্রকল্পের ডিপিপি'তে সন্নিবেশিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকিউরমেন্টের কাজ বিধিমোতাবেক যথাযথ ও সময়মতো সম্পন্ন এবং যে সকল প্রকল্পে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে সে সকল প্রকল্প কর্তৃপক্ষ যথাসম্ভব দেশীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় নিশ্চিত করবেন। আমদানীকৃত কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে হলে মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন নিতে হবে। চলমান অর্থবছরে সমাপ্তের জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ যথাযথ ও গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় কোন অবস্থাতেই বৃদ্ধি করা যাবে না।

প্রকল্পের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রমের ভিডিও অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া প্রকল্প পরিদর্শনের সময় প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩.০ সিদ্ধান্তঃ

উপস্থিত এবং সংযুক্ত সকল সদস্যের বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্মোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

৩.১: প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে আলু সংরক্ষণের অহিমায়িত মডেল ঘর নির্মাণ কাজ দ্রুত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে এবং আলু সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে;

৩.২: ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের আরএডিপি'র বরাদ্দ অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে;

৩.৩: যে সকল প্রকল্পে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে সে সকল প্রকল্প কর্তৃপক্ষ যথাসম্ভব দেশীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় নিশ্চিত করবেন। আমদানীকৃত কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে হলে মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন নিতে হবে।

৩.৪: প্রকল্প/কর্মসূচির প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রমের ভিডিও অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্প পরিদর্শনের সময় প্রকল্পের বাস্তবায়নে সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৩.৫: পণ্য গ্রহণের সময় মালামাল গ্রহণ কমিটি কর্তৃক প্রত্যায়ন পূর্বক বিল পরিশোধ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের মালামাল বিতরণের সময় জেলা কর্মকর্তাদের উপস্থিত নিশ্চিত করতে হবে।

৩,৬: প্রকল্প মনিটরিং/পরিদর্শনের ক্ষেত্রে পরিদর্শন ক্যালেন্ডার পূর্ব থেকেই প্রেরণ করতে হবে। প্রকল্পের মনিটরিং কর্মকর্তাগণ সঠিকভাবে প্রকল্প পরিদর্শন করবেন এবং সংস্থা প্রধান (সকল) বিষয়টি তদারকি করবেন। এছাড়া ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের আরএডিপি'র বরাদ্দ মোতাবেক শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

অত:পর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৬/৪/২৫

নাছির উদ-দৌলা
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি,ফার্মগেট,
ঢাকা-১২১৫।

বিষয় : **কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন" প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) ৫ম সভার কার্যবিবরণী :**

সভাপতি : জনাব নাসির-উদ-দৌলা
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

সভার স্থান : সম্মেলন কক্ষ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা ও (Zoom Platform)।

তারিখ : ১৮/০৩/২০২৫ খ্রিঃ।

সময় : দপুর ৩.০০ ঘটিকা, মঙ্গলবার।

উপস্থিতি : কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি, পরিকল্পনা কমিশন এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি, আইএমইডি এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি, একনেক অনুবিভাগ এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিগণ Zoom Platform এ অংশগ্রহণ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতি দেখানো হয়েছে (পরিশিষ্ট-"ক")।

১.০ উপস্থাপনা :

সভাপতি সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা ও Zoom Platform এ সংযুক্ত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক ড. ফাতেমা ওয়াদুদ জানান যে, **"শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন"** প্রকল্পটি অক্টোবর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯০০.০০ লক্ষ টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এডিপিতে ১৮৬৫.০০ লক্ষ টাকা যা পরবর্তীতে আরএডিপিতে ১৯৭৮.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। এ সময় প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও প্রধান প্রধান কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়।

২.০ আলোচনা :

২.১ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আলোচনা :

প্রকল্প পরিচালক জানান **"শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন"** প্রকল্পটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশের ২৭টি জেলার ৫৬ টি উপজেলার ৮১ টি গুদাম কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কৃষকের উৎপাদিত ফসল গুদামে সংরক্ষণের বিপরীতে কৃষকদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়। কৃষক, উপকারভোগী ও কৃষি উদ্যোক্তাদের জন্য শস্য গুদামে ফসল সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা এবং বিপণন বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের সংস্থান রাখা হয়েছে। এছাড়াও গুদাম রক্ষক, গুদাম উপদেষ্টা কমিটি, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের সংস্থান রাখা হয়েছে।

২.২ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের প্রধান প্রধান খাত সমূহের কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :

সভায় অবহিত করা হয় যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ ১৯৭৮.০০ লক্ষ টাকা এর মধ্যে রাজস্ব ব্যয় ৪৬০.০০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন ব্যয় ১৫১৮.০০ লক্ষ টাকা। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রধান প্রধান ১৩টি কার্যক্রমের মধ্যে ১২টি উন্মুক্ত দরপত্র আহবান সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ১২টি দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, সিঙ্গেল সোর্সের মাধ্যমে ধান/দানাদার জাতীয় পণ্যের গবেষণা কার্যক্রমের মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ (HOPE) কর্তৃক অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। স্বল্প মুল্যের দরপত্র (কোটেশন-৯টি) আহবানের মাধ্যমে ৭৯টি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র; পোস্টার মুদ্রন; আসবাবপত্র মেরামত; ১টি প্রচার বিজ্ঞাপন ও ডকুমেন্টরী; অন্যান্য মেরামত (মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্ট); কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম মেরামত; অন্যান্য মেরামত; টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট সংযোগসহ অন্যান্য কাজ সম্পন্নের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৪ ব্যাচ (২০জন) গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সতেজক ও ১৮ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও ২টি আঞ্চলিক পর্যায়ের সেমিনার ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সম্পাদনের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও গত ২৫/০৩/২০২৫ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা-৬ শাখা হতে জারীকৃত পত্র অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অর্থনৈতিক কোড ৪১১২১০১ হতে মোটর সাইকেল-১৪টি, বাইসাইকেল-৪০টি এবং ভ্যানগাড়ী-৪০টি ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়ায় উল্লেখিত পণ্যের বাজার দর যাচাই কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.৩ গত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তের অগ্রগতি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

ক্র: নং	সিদ্ধন্ত সমূহ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১।	কৃষি মন্ত্রণালয়ের এডিপি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের সময়ভিত্তিক এবং বাস্তবায়নযোগ্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা দ্রুততম সময়ে প্রস্তুত ও চুড়ান্ত করে সেপ্টেম্বর,২০২৪ মাসের মধ্যে সকল দরপত্র আহবান করতে হবে।	নির্দেশনা অনুযায়ী ১৩টি দরপত্রের মধ্যে ১২টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ১টি দরপত্র (সিঙ্গেল সোর্স) প্রক্রিয়াধীন আছে। ইতোমধ্যে ১২টি দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।
২।	কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুতপূর্বক সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়ে বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	নির্দেশনা অনুযায়ী প্রেরণ করা হয়েছে।
৩।	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীতব্য পণ্য/কার্য ও সেবাসমূহের ক্রয়কারী প্রাক-যোগ্যতার আদর্শ দলিলসমূহ (Standard Documents) ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান (HOPE) কর্তৃক অনুমোদন, দরপত্র আগ্রহব্যক্তকরণের অনুরোধ সম্বলিত বিজ্ঞাপন পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৯০ (২) মোতাবেক নির্ধারিত ছকে অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে ও পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে।	নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
৪।	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীতব্য পণ্য/কার্য ও সেবাসমূহের সকল দরপত্র সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সদর দপ্তর ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় হতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা চালু করতে হবে।	নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

২.৪: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের চলমান সকল প্রকল্পের ডিপিপি'তে সন্নিবেশিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকিউরমেন্টের কাজ বিধিমোতাবেক যথাযথ ও সময়মতো সম্পন্ন এবং যে সকল প্রকল্পে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে সে সকল প্রকল্প কর্তৃপক্ষ যথাসম্ভব দেশীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় নিশ্চিত করবেন। আমদানীকৃত কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে হলে মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন নিতে হবে। চলমান অর্থবছরে সমাপ্তের জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ যথাযথ ও গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় কোন অবস্থাতেই বৃদ্ধি করা যাবে না। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রমের ভিডিও অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া প্রকল্প পরিদর্শনের সময় প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩.০ সিদ্ধান্তঃ

উপস্থিত এবং সংযুক্ত সকল সদস্যের বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্মোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

৩.১: ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের আরএডিপি'র বরাদ্দ অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে;

৩.২: যে সকল প্রকল্পে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে সে সকল প্রকল্প কর্তৃপক্ষ যথাসম্ভব দেশীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় নিশ্চিত করবেন। আমদানীকৃত কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে হলে মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন নিতে হবে।

৩.৩: প্রকল্পের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রমের ভিডিও অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্প পরিদর্শনের সময় প্রকল্পের বাস্তবায়নে সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৩.৪: প্রকল্প মনিটরিং/পরিদর্শনের ক্ষেত্রে পরিদর্শন ক্যালেন্ডার পূর্ব থেকেই প্রেরণ করতে হবে। প্রকল্পের মনিটরিং কর্মকর্তাগণ সঠিকভাবে প্রকল্প পরিদর্শন করবেন এবং সংস্থা প্রধান (সকল) বিষয়টি তদারকি করবেন। এছাড়া ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের আরএডিপি'র বরাদ্দ মোতাবেক শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

সভায় আর কোনো আলোচ্যসূচী না থাকায়, সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নাসির-উদ-দৌলা
মহাপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।